بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৫-০৭/০৪ | শুক্রবার, ২৫ রজব, ১৪৩৫ হিজরী | ২৩-০৫-২০১৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

খিলাফত পুণঃপ্রতিষ্ঠা করাই মুসলিম উম্মাহ্'র জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়

হিযবুত তাহ্‌রীর, আজ বাদ জুম'আ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে অভিশপ্ত মোস্তফা কামাল কর্তৃক খিলাফত ধ্বংসের দিবসের (২৮রজব ১৩৪২ হিজরী; [৩ মার্চ, ১৯২৪ইং]) স্মরণে বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করে। এসব জনসভায় বক্তাগণ মুসলিমদেরকে তাদের খিলাফত পুণঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এবং বলেন, খিলাফত রাষ্ট্রই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্'র সঠিক নেতৃত্ব। যা উম্মাহ্'র সমস্যাগুলোর সর্বোৎকৃষ্ট সমাধানে সক্ষম কুর'আন-সুন্নাহ্ দ্বারা দেশ শাসন করবে। এবং মুসলিম উম্মাহ্'কে তাদের সাম্রাজ্যবাদী কাফির শত্রুদের আগ্রাসনের কবল থেকে রক্ষা করবে।

বক্তাগণ আরও বলেন, খিলাফত পুণঃপ্রতিষ্ঠাই এখন মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয দাযিত্ব এবং এই দায়িত্ব পালনে কোনরকম শৈথিল্য কিংবা অবহেলা প্রদর্শন করা ভয়াবহ গুনাহ্। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যখন তার কাঁধে আনুগত্যের কোনো বাই'আত নাই, তবে সেই মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" [সহীহ্ মুসলিম]

যথাসম্ভব দ্রুত মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করা ফরয দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও, রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবাগণের (রা.) খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে মনোনিবেশ করাটা বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্বের ব্যাপারে তাঁদের (রা.) ঐক্যমত্যেরই (ইজমা আস্-সাহাবা) প্রতিফলন। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)-এর দাফন সম্পন্নের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিলম্বিত করে তাঁরা (রা.) প্রথমে খলিফা নিয়োগে মনোনিবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সোমবার সকালে মারা যান এবং তাঁকে (সাঃ) ঐ দিন এবং রাত দাফন ছাড়া রাখা হয়। অতঃপর আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নিয়োগের বাই'আত দেয়ার পরই কেবল মঙ্গলবারে রাতে রাসূল (সাঃ)-এর দাফন সম্পন্ন করা হয়। অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) দাফন কার্যকে দুই রাত বিলম্ব করা হয়, এবং তাঁর (সাঃ) দাফনের পূর্বে আবু বকর (রা.)-কে বাই'আত দেয়া হয়। এটা কখনোই বৈধ হতো না যদি না মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের ফরযের চেয়েও খলিফা নিয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয না হতো; তথাপি এটা ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন বিলম্বের মতো স্পর্শকাতর বিষয়। তাছাড়া সাহাবাগণ (রা.) খলিফা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর আগে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত আদেশসমূহ পালনেও বিলম্ব করেছিলেন।

পরিশেষে বক্তাগণ মুসলিমদের এই বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ইসলামী দায়িত্ব পালনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন। আর এটাই আল্লাহ্'র নির্দেশ এবং নিম্নে বর্ণিত হাদিসের মতোই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিষয়টিকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখতেন,

"আল্লাহ্'র কসম! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিতে চাইতো যেন আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তবুও আমি তা পরিত্যাগ করতাম না যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।"

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD